গাংনীতে ভূমি সেবাসপ্তাহ উপলক্ষে জনসচেতনতামুল আলোচনা সভা

গাংনীতে ভূমি সেবা সপ্তাহ উপলক্ষে জনসচেতনতামুল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার মুনতাজ আলী।

এসময় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু, দলিল লেখক মোকাদ্দেস আলী প্রমুখ।

আয়োজনের শুরুতে ভূমি সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামীম। এসময় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

মেহেরপুরে ‘নগদ’ বিড়ম্বনায় উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীরা

উপবৃত্তি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মেহেরপুরের শিক্ষার্থীরা। শিক্ষকদের কাছে উপবৃত্তির তালিকায় নাম থাকা সত্বেও টাকা পাওয়া যায়নি। আবার অনেকের অভিযোগ শিক্ষকদের বারবার বলার পরে কয়েকজন

পেলেও তা সঠিক সময়ে পাচ্ছেনা। আবার অনেকেই উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্বেও সুরাহা না হওয়ায় তারা দুশ্চিন্তাই পড়েছেন। শিক্ষার্থীরা টাকা না পাওয়ায় শিক্ষকরাও নানা সমালোচনার সম্মুখীন হচ্ছেন।

জানাগেছে, মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় ৩০৮ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ সকল বিদ্যালয়ে এবছর প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীতে ১১ হাজার ৯৯৮জন, প্রথম শ্রেনীতে ১৪ হাজার ২১৫জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৩ হাজার ৯৩৫জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৩ হাজার ৫৯১জন, চতুর্থ শেণীতে ১৩ হাজার ১৮৭জন এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ১২ হাজার ৭৬০জন শিক্ষার্থী লেখাপাড়া করে।

এসকল শিক্ষার্থীদের প্রাক প্রাথমিক শ্রেণীতে ৭৫ টাকা এবং অন্যান্য শ্রেনীতে মাসিক ১৫০ টাকা করে সরকার বছরে দুইবার প্রতিটি শিক্ষার্থীকে মোবাইলের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করে থাকেন। প্রাথমিক ভাবে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হলে টাকা বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে তা পরিবর্তন হয়ে ‘বিকাশ’ একাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হতো। বিকাশের মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদানের সময় একটি ম্যাসেজের মাধ্যমে উপকারভোগীতে নিশ্চয়তা বার্তার মাধ্যমে তা জানানো হতো। পরে বিকাশ পরিবর্তন করে বর্তমানে ‘নগদ’ একাউন্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মোবাইলে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে। ‘নগদ’ একাউন্টের মাধ্যেমে টাকা প্রদানের পর উপকারভোগীদের মোবাইলে কোন নিশ্চয়তা বার্তা(ম্যাসেজ) না দেয়ায় অনেকেই ধুয়াশায় পড়ে থাকেন। টাকা না পাওয়া শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে জবাব দিহিতার মধ্যে পড়েন বিদ্যালয় শিক্ষকরা।

গাংনী উপজেলায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রযেছে ১৬২টি। এখানে শতভাগ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তির আওতায় নিয়েছে বর্তমান সরকার। অথচ সরকারের এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নে নিয়োজিতদের অবহেলায় অনেক শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের।

গাংনী সরকারি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, তার বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১৫৮জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এদের মধ্যে ২৯জন শিক্ষার্থী এবছর উপবৃত্তির টাকা পায়নি। বিষয়টি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে জানানো হলেও কোন সুরাহা মেলেনি। ওই বিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থী নাইম, আলজারির, রাধিকা জানায়, তাদের সহকর্মীরা অনেকেই উপবৃত্তির টাকা পেয়েছে। আমরা আজও পাইনি। স্যারদের মাঝে মধ্যে বলি কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

বাঁশবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরুন্নাহার জানান, উক্ত বিদ্যালয়ে ১৪০জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে। এদের মধ্যে ১০জন শিক্ষার্থী এবছর উপবৃত্তির টাকা পায়নি। উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা আমাদের কাছে আসলেও কোন উত্তর দিতে পারিনা এমনকি আমরা কোথায় অভিযোগ করবো তাও জানিনা। ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আছিয়া, তাছিম, উম্মে সালমা, হাবিবা, লিমা এমন বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জানায়, শিক্ষকরা বলে তোমাদের নাম উপবৃত্তির তালিকায় আছে, কিন্তু আজও টাকা আসেনি। আমাদের কয়েকবার মোবাইল নাম্বার সঠিক আছে কিনা তা দেখা হয়েছে। সব ঠিক আছে কিন্তুু টাকা আসেনা।

জানা গেছে ২০০১ সালে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসুচীর পরিবর্তন করে প্রথমে ছাত্র প্রতি মাসিক ২০ টাকা হারে এবং ২০০২ সালের জুলাই হতে শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থীকে মাথাপিচছু ১০০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়। বিভিন্ন চড়াই উৎরায় পেরিয়ে ২০১৯ সালের দিকে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ‘নগদ’ মাধ্যমে প্রদান করা হয়। যে মাধ্যমে টাকা আদান প্রদানে গ্রাহক কে কোন ম্যাসেজ দেয়া হয়না।

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার বিষয়ে গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আলাউদ্দীন জানান, উপবৃত্তি বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিষয়ে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা আমাকে মৌখিক অবহিত করেছেন। আমি তাদের তালিকা করে পাঠাতে বলেছি। তালিকা পেলে বিষয়টি নিয়ে উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভুপেশ রঞ্জন রায় বলেন, গত বছর মেহেরপুর জেলায় প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীর উপবৃত্তিতে সমস্যা হয়েছিল। এমন অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি আমরা টাকা প্রদান কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে পরে সকলেই টাকা পেয়েছিল। এ বছরের বিষয়টি আমার জানা নেই। তবে উপবৃত্তির টাকা না পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

মেহেরপুর ও গাংনীতে পুলিশের অভিয়ানে গ্রেফতার-২

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ও ১৫১ ধারায় ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর মামলার ১ ও সদর থানা পুলিশের অভিযানে ১৫১ ধারায় ১ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম গ্রেফতার অভিযানে নেতৃত্ব দেন।

আজ রবিবার (২৮ মে) সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পুর্তিতে আলোচনা সভা

বর্ণাঢ্য র্যালী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি পালন করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আজ রবিবার (২৮ মে) সকাল ১০ টার দিকে বার্নাঢ্য র্যালীটি বাদ্যের তালে তালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে গিয়ে শেষ হয়। র্যালিতে নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজল ইসলাম।

র্যালিতে অনান্যদের মধ্যে পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম,মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জাওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিউজা-উল জান্নাহ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আজমল হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডাঃ জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ঢাকার নিজ বাসভবন থেকে জুমের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।
আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম।

সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোছা: রনী খাতুনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মহা: আব্দুস সালাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিউজা-উল জান্নাহ, মেহেরপুর জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক।

গাংনীতে জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তিতে আলোচনা সভা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জুলিও কুরি শান্তি পদক প্রাপ্তির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গাংনীতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রোববার সকালে উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়ে প্রধান সড়ক প্রতিক্ষণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা চত্তরে একটি জলপাই গাছের চারা রোপন করা হয়।

মেহেরপুর-২ আসনের এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন, উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতৃ গাছের চারাটি রোপন করেন। পরে উপজেলা অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতা মনিরুজ্জামান আতু, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহম্মেদ, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদ ওবায়দুর রহমান কমল, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মশিউর রহমান।

আলোচনা সভায় সঞ্চালনায় ছিলেন, উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুবুল হক মন্টু’। সরকারি অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন।

আলোচনাসভা শেষে গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমির পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সাংবাদিক আমিরুল ইসলাম অল্ডামের সঞ্চালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন, চ্যানেল আই খুদে গানরাজ শিল্পী, উদয়, ফোক শিল্পী রোজিবুল ইসলাম, আনিকা ইমরোজ মেঘ, উলমাতুননেছা পূর্ণিমা, সামান্থা।যন্ত্র সংগীতে ছিলেন, গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীর প্রশিক্ষক ওস্তাদ সেলিম রেজা, সোলাইমান হোসেন ও সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু।

এর আগে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতা ও বিজয়ীদের মাঝে পুরুস্কার বিতরণ করা হয়।

১০০ ও ২০০ মিটার অ্যাথলেটিক্স বিভাগী পর্যায়ে প্রথম গাংনীর রিমন

বঙ্গবন্ধু জাতীয় জুনিয়র অ্যাথলেটিক্স প্রতিযোগিতায় “অনূর্ধ্ব ১৫” বিভাগীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় গাংনীর ঐতিহ্যবাহি জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র রিমন হোসাইন ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।

ক্রীড়া পরিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আজ শনিবার সকালে খুলনা বিভাগীয় স্টেডিয়ামে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

রিমন হোসাইন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র ও এই উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের কামরুল ইসলামের ছেলে।

রিমন হোসাইন ১০০ মিটার এবং ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় খুলনা বিভাগীয় পর্যায়ে প্রথম স্থান হওয়ার গৌরব অর্জন করায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

জনদুর্ভোগ; এ দায় কার ?

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী বড় বাজার এলাকা। একেবারেই গাংনী উপজেলা শহরের প্রানকেন্দ্র। ব্যস্ততম শহরের এই যায়গা দিয়ে সারাদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত। সাম্প্রতিক সময়ে শহরের এই প্রধান যায়গাটিতে ড্রেন করতে গিয়ে ব্যাপক খোড়াখুড়ি করে গাংনী

পৌরসভা। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ড্রেন নির্মাণ করে লেবেল না করেই রেখে দেই স্থানটি।

সামান্য পানি হলে স্থানটিতে পানি জমে থাকে। প্রতিদিন ছোট খাটো দুর্ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে ছোট খাটো যানবাহন পাখি ভ্যান, অটো, মোটরসাইকেল, কার, মাইক্রোসহ অন্যান্য যানবাহন চলাচলে চরম বিঘ্ন ঘটছে। মাঝে মধ্যে এসব গাড়ির স্প্রিংসহ অন্যান্য পার্টেসের ক্ষতি হচ্ছে। আবার ধুলার সময় বড় কোনো যানবাহন চললে ধুলায় অন্ধকার হয়ে যায়।

পথচারি শরীফুল ইসলাম বলেন, মোটরসাইকেল নিয়ে এখান দিয়ে যাওয়ার সময় চরম ঝাঁকুনি খেতে হয়।

আকরাম আলী বলেন, প্রধান শহরের প্রধান যায়গায় এভাবে কাজ করে লেবেল না করেই চলে গেলো। তাহলে মেয়রের থাকার দরকার কি ? মেয়র কি নিজে এই রাস্তায় চলাচল করেনা ?

স্থানীয় কয়েকজন ব্যববসায়ী না প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, গাংনীর প্রধান সড়কের উপর এই বিষয়টি মেয়রের দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

এব্যাপারে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, ওই স্থানে আগের স্টেমেটের কাজ। ওই স্টেমেটে লেবেল করার বিষয়টা ছিলনা। তবে, গাংনী পৌর সভার বেশ কিছু কাজ শুরু হচ্ছে। ঠিকাদারদের বলে ওই টুকু লেবেল করে দেওয়া হবে।

মেহেরপুরে ব্রয়লার মুরগি মাছ ডিমের দামও উর্ধমুখী

সপ্তাহের ব্যবধানে বাজারে পেঁয়াজের দাম কেজিতে ৫ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে ৭৫ টাকায়। বাজারে গ্রীষ্মকালীন সবজির সরবরাহ ভালো হলেও দাম আগের মতোই রয়েছে। বেশিরভাগ সবজির দামই ৮০ টাকা কেজির মধ্যে রয়েছে।

এছাড়া চিনি, ডিম ও মাছ-মাংস আগের মূল্যেই রয়েছে। কোরবানির ঈদ

আসন্ন হওয়ায় পেঁয়াজের দাম সামান্য কমায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ফিরেছে স্বস্তি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, সামনের দিনগুলোতে পেঁয়াজের দাম আরো কমবে।

গতকাল শুক্রবার সকালে সরেজমিনে মেহেরপুর কাঁচাবাজার, গাংনী কাঁচাবাজার, ও বামন্দী বাজার ঘুরে এমন চিত্র দেখা গেছে। ক্রেতারা বলছেন, বাজারে নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির প্রভাব কিছুটা হলেও কমতে শুরু করেছে। বেশ কয়েকটি পণ্যের দাম। অন্যান্য পণ্যের দাম না কমলেও অপরিবর্তিত রয়েছে।

গাংনী মাংসের বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৭৫০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। খাসির মাংসের দাম প্রতি কেজি ১২০০ টাকা। এছাড়া প্রতি কেজি ব্রয়লার এখন ২৩০-২৪০ টাকা দরে, সোনালী ও লেয়ার মুরগী ৩০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। প্রতি খাচি ডিমের দাম ৩৫০ টাকা।

গাংনী মাছের বাজার ঘুরে দেখা গেছে, প্রকারভেদে সাধারণ চাষের মাছগুলোর দাম কেজিতে বেড়েছে প্রায় ৫০-৬০ টাকা পর্যন্ত। ইলিশ-চিংড়ির পাশাপাশি দেশি (উন্মুক্ত জলাশয়ের) মাছের দাম কেজিতে বেড়েছে ৭০-৮০ টাকা পর্যন্ত।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, চাষের পাঙাস-তেলাপিয়া থেকে শুরু করে দেশি প্রজাতির সব ধরনের মাছের দাম বেড়েছে। আগে বাজারে প্রতি কেজি পাঙাস বিক্রি হতো ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা, যা এখন ১৭০/৮০ টাকায় ঠেকেছে। অন্যদিকে তেলাপিয়া মাছের কেজি হয়েছে ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা, যা আগে ১৩০-১৪০ টাকায় কেনা যেত।

রুই, কাতলা ও মৃগেল ছোট সাইজ বিক্রি হয়েছে ১৭০/১৮০ টাকা এক কেজির উপরে কেজি প্রতি বিক্রি হচ্ছে ২৬০-২৮০ টাকা কেজি দরে। সাইজে একটু বড় বিক্রি হচ্ছে ৩৪০ থেকে ৩৬০ টাকা কেজিতে, যা আগে ২৮০ থেকে ৩২০ টাকা ছিল।

মুদি বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেল ২০০ টাকা এবং চিনি ১৩৫ থেকে ১৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অন্যদিকে আমদানি করা চীনা রসুন ১৭০ থেকে ১৬০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে।

সবজী ভান্ডার খ্যাত মেহেরপরের বাজারে গ্রীষ্ম মৌসুমের সবজির সরবরাহ ভালো। প্রতিকেজি বেগুন, করলা, বরবটি, ঝিঙা, পটল ৪০ ও আলু ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বেশ কয়েকটি সবজির দাম ৬০ টাকা বা তারও

নিচে রয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্ট জমকালো আয়োজনে উদ্বোধন ২ জুন

মেহেরপুর ফুটবলের ইতিহাসে শতাব্দীর সেরা টুর্নামেন্ট উপহার দিতে চাই মেহেরপুর প্রতিদিন। “এসো ফিরি খেলার মাঠে” শ্লোগান নিয়ে আগামী ২ জুন শুক্রবার মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হবে। এই টুর্নামেন্টেকে ঘিরে এলাকায় উচ্ছাস উদ্দীপনা ও উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্ণামেন্ট ২০২৩ এর আহবায়ক এমদাদুল হক বলেন, টুনাামেন্টে জেলার বিভিন্ন এলাকার ১৬টি ফুটবল দল অংশ নিচ্ছে। এই টুর্নামেন্টটি হবে মেহেরপুর জেলার ফুটবলের ইতিহাসের সেরা টুর্ণামেন্ট। টুর্ণামেন্টকে ঘীর আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। আয়োজনের শুরুতেই থাকবে জমকালো উদ্বোধন।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠটিকে এখন খেলার জন্য প্রস্তুত করার পাশাপাশি মাঠটিকে সজ্জিতকরণ করা হচ্ছে নতুন মোড়কে।

মেহেরপুর প্রতিদিন ফুটবল টুর্নামেন্টে যে ষোলটি দল অংশ নিচ্ছে তারা হলো-আমঝুপি ইউনিয়নের চাঁদবিল শেরেবাংলা ক্লাব, কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ, শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশ, বাগোয়ান ইউনিয়ন একাদশ, মোনাখালি ইউনিয়ন একাদশ, দারিয়াপুর ইউনিয়ন একাদশ, কাথুলি ইউনিয়ন একাদশ, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের রামদেবপুর ফ্রেন্ডস ক্লাব, আমঝুপি ক্লাব ও লাইব্রেরি, ফাস্ট ক্যাপিট্যাল অব বাংলাদেশ (এফসিপি), গাংনী ফুটবল একাডেমি, আমদহ ইউনিয়নের গোলাম রহমান স্মৃতিসংঘ, ধানখোলা ইউনিয়নের চিৎলা জাগরনী ক্লাব, কোলা ইলেভেন স্টার ক্লাব, মটমুড়া ইউনিয়নের বাওট শাপলা ক্লাব ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের শালিকা টাইগার ক্লাব।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে গরু চুরির হিড়িক

কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে মেহেরপুরের বাড়ি বাড়ি গড়ে উঠেছে গরু মোটা তাজা করণ খামার।এই সুযোগে গরু চোরদেরও উৎপাত বেড়েছে।

শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের ষষ্টিতলাপাড়া এলাকার প্রবাসি জাকির হোসেনের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে ৩ টি গরু চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। পরে গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কাজলা নদীর কাঁদায় শুয়ে পড়লে দুটি গরু ফেলে রেখে ১ টি গরু নিয়ে যায়। গরুটির আনুমানিক মুল্য দেড় লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে।

এর আগের দিন রাতেও একই পাড়ার রাহিদুল ইসলামের বাড়ি থেকেও ২ দুটি গরু চুরি করে নিয়ে যায়। পরে মাঠ থেকে ১ টি গরু উদ্ধার করা সম্ভব হলেও একটি গরু নিয়ে যায় চোরের দল। গরুটির মুল্য আনুমানিক ১ লক্ষা টাকা বলে জানান গৃহকর্তা রাহিদুল ইসলাম।

এব্যাপারে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গরু চুরির বিষয় খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।